ইসলামী ব্যাংকিং-এ

(মুদারাবা আমানতকারীদের মাঝে)

মুনাফা বণ্টন

প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মূল

মু. আযীযুল হক

অনুবাদ

আবূ নুসাইবা মুহাম্মাদ নূরুন্নবী

BiiT

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ইসলামী ব্যাংকিং-এ (মুদারাবা আমানতকারীদের মাঝে) মুনাফা বণ্টন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মূল
মু. আযীযুল হক

অনুবাদ
আবূ নুসাইবা মুহাম্মাদ নূরুন্নবী

গ্রন্থস্বত্ব ©
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

প্রকাশক
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
দোকান নং # ৩০২ (তৃতীয় তলা), ৩৮/৩ বাংলাবাজার
(বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট), ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯, মে ২০২২, শাওয়াল ১৪৪৩

মূল্য
১২০.০০ টাকা

Contacts
Shop No. # 302 (2nd Floor), 38/3 Banglabazar
(Books & Computer Complex Market), Dhaka-1100
Cell: 01766 073 321, ■ 02-58954256

ISBN
978-984-96731-1-8

প্রকাশকের কথা

প্রচলিত ব্যাংকের আমানতকারীদের মতো ইসলামী ব্যাংকের আমানতকারীগণও ব্যাংকের বৃহত্তম অংশীজন (Stakeholder) এবং তাঁরাই ব্যাংকের সম্পদের প্রধান সরবরাহকারী। দেশের বৃহত্তম ইসলামী ব্যাংকটির এক কোটির অধিক আমানতকারী, ১০ লক্ষ তহবিল ব্যবহারকারী বা বিনিয়োগ গ্রাহক এবং ৬০ হাজার শেয়ারহোল্ডার রয়েছেন। একই অবস্থা অন্যান্য ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকেরও। ইসলামী ব্যাংকগুলোর অধিকাংশ আমানত রাখা আছে মুদারাবা পদ্ধতিতে। এর মানে হলো, মুদারাবা আমানতকারীগণ উভয় পক্ষের (মুদারাবা আমানতকারী গ্রাহক ও ব্যাংক) সম্মতিক্রমে পূর্ব-নির্ধারিত অনুপাতে তাঁদের তহবিল বিনিয়োগ হতে অর্জিত মুনাফার অংশীদার হয়ে থাকেন। বিনিয়োগ আয় কোনো কারণে নেতিবাচক হলে পুরো লোকসানটাই বহন করতে হয় আমানতকারীদের। ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডারদের মতো ইসলামী ব্যাংকের আমানতকারীগণও কিছু ঝুঁকি নিয়ে থাকেন। যদিও তাঁরা ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করেন না।

মুদারাবা পদ্ধতির মধ্যে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ নিহিত থাকা সত্ত্বেও মুদারাবা আমানতকারীগণ সমকালীন শারী'আহ্ বিশেষজ্ঞ ও ইসলামী অর্থনীতিবিদগণের মনোযোগ খুব কমই আকর্ষণ করতে পেরেছেন। সাধারণভাবে ইসলামী ব্যাংকিং সাহিত্য গুরুত্ব দিয়ে থাকে একটি ইসলামী ব্যাংকের স্থিতিপত্রের পরিসম্পদ অংশের ওপর। অথচ এ অংশটি কেবল তহবিল ব্যবহারকারী তথা বিনিয়োগ গ্রাহকদের নিয়ে কাজ করে থাকে, আমানতকারীদের নিয়ে নয়।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর দিকপাল মু. আযীযুল হক (রাহিমাহুল্লাহ) রচিত 'Profit Payout to Mudaraba Depositors: Bangladesh Perspective' পুস্তিকাটি উপরে বর্ণিত ইসলামী ব্যাংকিং সাহিত্যের গতানুগতিক ধারার ব্যতিক্রম। লেখক যথার্থই আমানতকারীদের জটিল অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন।

এ পুস্তিকার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের আমানতকারীগণ এবং তাদের অধিকার ও কর্তব্য। এ পুস্তিকায় তিনি শরী'আহ্ পরিপালনের গুরুত্ব, আমানতকারীদের জন্য একটি স্বচ্ছ ও ন্যায্য মুনাফা বণ্টন কাঠামো এবং একটি সহজ ও বোধগম্য মুনাফা হিসাবায়ন পদ্ধতির ওপর জোর দিয়েছেন। সেই সাথে তিনি দেশের সকল ব্যাংকারের জন্য একটি প্রমিত ও অভিন্ন মুনাফা বণ্টন রীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন।

ইংরেজি ভাষায় রচিত বইটি ২০১২ সালের জুনে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি) কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের কিছু দিনের মধ্যে তার সব কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। অপরদিকে একটি ব্যবহারিক গ্রন্থ হিসেবে বইটি মাতৃভাষা বাংলায় প্রকাশের দাবি ওঠে। আবার মুনাফা বন্টনের বিদ্যমান ওয়েটেজ পদ্ধতির পক্ষেও কিছু যুক্তি গণমাধ্যমে প্রকাশ হতে থাকে। সব মিলিয়ে বইটি মাতৃভাষা বাংলায় প্রকাশের তাগাদা অনুভূত হয়। এই তাগাদা থেকে জনাব আবূ নুসাইবা মুহাম্মাদ নূরুন্নবী স্ব-প্রণোদিত হয়ে বইটি অনুবাদ করে ফেলেন। তাতে তিনি অনুবাদের পাশাপাশি বিদ্যমান ওয়েটেজ পদ্ধতির পক্ষের যুক্তিসমূহ পাদটীকায় তুলে ধরেছেন এবং মুনাফা হিসাবায়নের জটিল ফর্মুলাসমূহের সহজবোধ্য ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আবার মূল গ্রন্থের যেসব জায়গায় মুদ্রণ প্রমাদ ছিল সেগুলোও সংশোধন করেছেন। সেজন্য বন্ধুবর আবূ নুসাইবা মুহাম্মাদ নূরুন্নবীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ।

এছাড়া বাংলা অনুবাদকৃত পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত পরখ করে বইটির মানোন্নয়নে সহায়তা করেছেন আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ডিজি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল আউয়াল সরকার, বাংলা একাডেমীর পরিচালক ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ এবং ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড-এর এসভিপি জনাব মোঃ কামারুজ্জামান।

আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া-তা'আলা এ মহৎ কাজের জন্য তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন- আমিন।

ড. এম আবদুল আজিজ
ম্যানেজিং পার্টনার
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

অনুবাদকের কথা

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহের অন্যতম পদ্ধতি হলো মুদারাবা। এটি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবূয়্যত-পূর্ব জীবনে জাজিরাতুল আরবে চালু ছিল, যা তিনি অনুমোদন করেন এবং এটি ইসলামী ব্যাংকসমূহ তর্কাতীতভাবে অনুসরণ করে থাকে।

মুদারাবা হলো শ্রম ও মূলধনের অংশীদারিত্ব ভিত্তিক ব্যবসা। এখানে এক পক্ষ বিনিয়োগ করেন মূলধন। অপর পক্ষ গ্রহণ করেন উদ্যোগ, খাটান শ্রম-সময়-অভিজ্ঞতা। ব্যবসায় লাভ হলে তা পূর্ব-নির্ধারিত হারে উভয় পক্ষের (সাহিব-আল-মাল ও মুদারিব) মাঝে বণ্টিত হয়। লোকসান হলে পুরোটা বহন করেন সাহিব-আল-মাল (Capital Partner). ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় এ নীতির ভিত্তিতে গৃহীত আমানতকে বলে মুদারাবা আমানত।

মুদারাবা কারবারে মুনাফা হলে তা উভয় পক্ষের (সাহিব-আল-মাল ও মুদারিব) মাঝে বণ্টন করার দুটো পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত রয়েছে। একটি ওয়েটেজ ভিত্তিক মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি। অপরটি IISR (Investment Income Sharing Ratio)। সংক্ষেপে এটাকে বলে আইএসআর।

১৯৮৩ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে মুদারাবা আমানতকারীদের মাঝে মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে ওয়েটেজ ভিত্তিক মুনাফা বন্টন পদ্ধতিই এককভাবে চলে আসছিল। ডেনমার্ক ইসলামী ব্যাংক (ডিআইবি) কর্তৃক উদ্ভাবিত ও অনুসৃত আইএসআর পদ্ধতি বিদ্যমান ওয়েটেজ পদ্ধতির তুলনায় অধিকতর স্বচ্ছ ও ন্যায্য বিবেচিত হওয়ায় ২০০৮ সালে বাজারে আসে মুনাফা বন্টনের এই নতুন পদ্ধতি ISR. মজার ব্যাপার হলো, উভয় পদ্ধতিরই প্রয়োগবিদ হলেন বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর অন্যতম উদ্যোক্তা মরহূম মু. আযীযুল হক। উভয় পদ্ধতির প্রবর্তক একই ব্যক্তি হওয়ায় ধারণা করা হয়েছিল যে, এই নিয়ে কোনো বিতর্ক হবে না। বরং দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির উন্নততর সংস্করণ হিসাবেই বিবেচনা করা হবে। মু. আযীযুল হক স্যার তো ওই কথাই বলতেন। তিনি ISR- কে বলতেন 'ভার্সন ২০০৮'। কিন্তু অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে আমরা লক্ষ্য করলাম, মু. আযীযুল হক স্যার যখন ISR পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে ওয়েটেজ পদ্ধতির বিভিন্ন দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কথা বলছিলেন তখন ওইসব যুক্তি খন্ডন করে ওয়েটেজ-এর পক্ষে এবং আইএসআর-এর বিপক্ষে পাল্টা কিছু যুক্তিও বাজারে আসতে শুরু করে এবং নতুন এ পদ্ধতি চালু হওয়ার

পর গত এক দশকে খুব বেশি ব্যাংক তা অনুসরণও করে নি। উভয় পদ্ধতি একই ব্যক্তির Brainchild হওয়ায় এখানে ব্যক্তিগত ইগোর প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। বরং প্রশ্নটি একান্তভাবে ইনসাফের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ কোন্ পদ্ধতি বেশি ইনসাফপূর্ণ সেটাই এখানে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়।

এদিকে একটি নাতিদীর্ঘ বিরতির পর সম্প্রতি ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রবর্তনে আগ্রহী প্রচলিত ধারার ব্যাংকসমূহ তাদের সনাতন ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডো খোলার লাইসেন্স পেতে শুরু করেছে। এ প্রেক্ষাপটে দেশের ইসলামী ব্যাংকিং প্র্যাকটিশনারগণ যাতে ওয়েটেজ ও আইএসআর- এই উভয় পদ্ধতির মধ্য হতে অপেক্ষাকৃত বেশি ইনসাফপূর্ণ ও স্বচ্ছ বন্টন পদ্ধতিটি বেছে নিতে পারেন সেই লক্ষ্যেই আমি মরহূম মু. আযীযুল হক স্যার রচিত ইংরেজি Profit Payout to Mudaraba Depositors: Bangladesh Perspective পুস্তিকাটি 'ইসলামী ব্যাংকিং-এ (মুদারাবা আমানতকারীদের মাঝে) মুনাফা বন্টন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শিরোনামে বাংলায় অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছি। কারণ আমি মনে করি, দু'টি বিষয়ের মাঝে তুলনা করে শ্রেয়টি গ্রহণ করতে পারার প্রধান শর্তই হচ্ছে বিষয় দু'টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা। মাতৃভাষায় সেই ধারণা অর্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে এটাই স্বাভাবিক।

মূল ইংরেজি বইটির অবিকল অনুবাদ করা হয়নি। কারণ, দু'টি পদ্ধতিকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করার সুবিধার্থে, ওয়েটেজ সম্পর্কে যেসব যুক্তি বাজারে প্রচলিত আছে সেগুলোর কিছু কিছু আমি বইটির পাদটীকায় সন্নিবেশিত করেছি। লক্ষ্য, একটি অর্থপূর্ণ বিতর্কের মধ্য দিয়ে যাতে আমরা সেরাটি বেছে নিতে সক্ষম হই এবং যেটাই আমরা বেছে নেই না কেন সেটার কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে সেগুলোও যাতে সংশোধনপূর্বক আরো পরিপাটি করে নেবার সুযোগ পাই। কারণ ভালোর তো শেষ নেই। এছাড়া মূল ইংরেজি ভাষ্যে যেসব জায়গায় মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে বলে আমার মনে হয়েছে সেসব ভুল শুধরে দেবার চেষ্টাও এ অনুবাদে করা হয়েছে। মূল ইংরেজি রচনায় মুনাফা হিসাবায়নের জন্য ব্যবহৃত সারণিসমূহের যেসব জায়গায় সাধারণ পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে ব্যাখ্যা দেয়া দরকার আছে বলে মনে হয়েছে সেসব পয়েন্টের ব্যাখ্যাও পাদটীকায় প্রদত্ত হয়েছে।

পরিশেষে, মূল ইংরেজি পুস্তিকাটির প্রকাশক বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট বাংলা অনুবাদটিও প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ায় তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলাদেশে সুদ-মুক্ত শারী'আহ্ ব্যাংকিং-এর বিকাশ ধারায় অনুবাদটি সহায়ক হলে তবেই এ শ্রম সার্থক হবে। বইটির বাংলায় অনুবাদকৃত খসড়া আল-আরাফাহ

ইসলামী ব্যাংক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ডিজি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল আউয়াল সরকার, বাংলা একাডেমীর পরিচালক ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ এবং ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড-এর এসভিপি জনাব মোঃ কামারুজ্জামান কষ্ট স্বীকার করে পরিমার্জন করায় আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ্ সুব্‌হানাহু ওয়া-তা'আলা এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে চূড়ান্ত বিচারের দিনে আমাদের সকলের জন্য নাজাতের ওয়াসীলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করুন- আমীন!

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
ইসলামী ব্যাংকিং উইং
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

আবূ নুসাইবা মুহাম্মাদ নূরুন্নবী
nurunnobi.abunusaiba@gmail.com
মে, ২০২২

সূচি

মুখবন্ধ IX

প্রথম অধ্যায় ১৩
আমানত গ্রহণে শারী'আহর নীতিমালা

দ্বিতীয় অধ্যায়
ওয়েটেজ ভিত্তিক মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি ১৫

তৃতীয় অধ্যায়
ওয়েটেজ ভিত্তিক মুনাফা বণ্টন পদ্ধতির যৌক্তিকতা ২৭

চতুর্থ অধ্যায়
ওয়েটেজ ভিত্তিক মুনাফা বণ্টন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ২৯

পঞ্চম অধ্যায় ৪১
আইআইএসআর (IISR) **ভিত্তিক মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি**

ষষ্ঠ অধ্যায়
দুই প্রকার মুনাফা বণ্টন পদ্ধতির মধ্যে তুলনা ও আইআইএসআর (IISR) **ভিত্তিক মুনাফা বণ্টন পদ্ধতির যৌক্তিকতা** ৪৯

সপ্তম অধ্যায়
উপসংহার ও সুপারিশমালা ৫১

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সূচনা হয় ১৯৮৩ সালে, দেশের প্রথম শারী'আহ্ ভিত্তিক ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে । পরবর্তীকালে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ৪টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকসমূহ হলো আল-বারাকা (বর্তমানে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক), আল-আরাফাহ, এসআইবিএল ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। এর অব্যবহিত পরে আরো দু'টি প্রচলিত ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হয় (এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড)। আরো পরে চতুর্থ প্রজন্মের একটি ব্যাংক (ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড) ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবেক পরিচালনার অনুমতি লাভ করায় দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮-এ। সর্বশেষ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড ও এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হওয়ায় দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা এখন ১০। এছাড়া আরো ৯টি প্রচলিত ব্যাংক তাদের বিদ্যমান ব্যাংকিং-এর পাশাপাশি ২০টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা এবং ১৫টি কনভেনশনাল ব্যাংক ২১৪টি উইণ্ডোর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা চালু করেছে। (সূত্র: Bangladesh Bank, Development of Islamic Banking in Bangladesh, July-September, 2021).

এভাবে দেশের মোট ৬১টি তফসিলী ব্যাংকের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ব্যাংক বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাকি অর্ধেকের মধ্যে আরো কিছু ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং সেবায় যোগদানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও শোনা যাচ্ছে। তাতে অনায়াসে বলা যায়, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং একটি বিকাশমান ব্যাংকিংয়ে রূপ নিচ্ছে।

দেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর এই তড়িৎ প্রবৃদ্ধির পশ্চাৎ চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে জনগণের চাহিদা ও দেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকটির নজরকাড়া সাফল্য। ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনে উদ্যোক্তা পর্যায়ের সমর্থন পুরোটাই এসেছে ব্যক্তি খাত হতে। বাংলাদেশি পেশাজীবীগণও এ ক্ষেত্রে তাঁদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। দেশের ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় পেশাজীবীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। দেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে আজকের অবস্থানে আসা পর্যন্ত – এর কোনো পর্যায়ে বিদেশি কারিগরি সহায়তা

নিতে হয়নি। বরং বিদেশে সম্পূর্ণ নতুন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় আমাদের দেশের ব্যাংক কারিগরি সহায়তা দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছে।

যদিও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বয়স প্রায় চল্লিশ বছর এবং তার মার্কেট শেয়ার কমবেশি এক চতুর্থাংশ, তবুও এ খাতের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এ যাবৎ স্বতন্ত্র কোনো আইন বা এ্যক্ট প্রণীত হয়নি। এক যুগ আগে ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত একটি গাইডলাইন দ্বারা চলছে এ শিল্প। ফলে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এতকাল ধরে স্ব-চালিত হয়ে আসছে বলা যায়। তবে রেগুলেটর হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক সবসময় দেশের ইসলামী ব্যাংকিং শিল্পের বিকাশে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংক অতি সম্প্রতি বেশ কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়েছে। তারা ২০০৯ সালের ইসলামী ব্যাংকিং গাইডলাইনটি হালনাগাদ করার চেষ্টা করছে; ডেট ম্যানেজমেন্ট বিভাগে শারী'আহ এডভাইজরি কমিটি গঠন করেছে; সর্বশেষ পরিসংখ্যান বিভাগ খুলেছে একটি Islamic Banking Databank. ২০২০ সালে সরকার Bangladesh Government Investment Sukuk চালু করেছে। কর্পোরেট খাতে Green Sukuk ইস্যু করা হয়েছে। স্বতন্ত্র কোনো আইন বা এ্যক্ট না থাকাটা দেশে ইসলামী ব্যাংকিং শিল্প বিকাশের অনুকূল ছিল না। ফলে প্রতিষ্ঠার প্রথম সিকি শতকে এ শিল্পে প্রবৃদ্ধির যে হার দেখা গেছে পরবর্তী সময়ে তা আর অব্যাহত থাকে নি। মার্কেট শেয়ার আটকা পড়ে ছিল বাইশ থেকে পঁচিশ শতাংশে। এ সুযোগে একটি পক্ষ প্রচারণা শুরু করে দিয়েছিল যে, এদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিকাশ যা হবার হয়ে গেছে। বাজার-ভাগে এর ফের প্রবৃদ্ধি আশা করা ভুল।

সমালোচকদের এই উপসংহারকে ভুল প্রমাণ করার দায়িত্ব সরকারের পাশাপাশি শিল্প-সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদেরও। তাঁরা এ দায়িত্ব পালন করতে পারেন বিদ্যমান বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এবং শারী'আহ পরিপালনের মান বজায় রেখে স্থবিরতা কাটিয়ে ওঠার টেকসই উপায় উদ্ভাবনের মাধ্যমে। এ উপায় হতে পারে বহুমাত্রিক। ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মপদ্ধতিতে অভিন্নতা আনয়ন তার অন্যতম।

আমার একবার সুযোগ হয়েছিল একটি যৌথ প্রকল্পে এক আন্তঃব্যাংক গবেষক দলের নেতৃত্ব দানের, যার মাধ্যমে আমি বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক অনুসৃত নানা রকম কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করি। এ পুস্তিকা সেই অভিজ্ঞতারই ফল।

পুস্তিকাটিতে বাংলাদেশে অনুসৃত মুদারাবা আমানতকারীদের মাঝে মুনাফা বণ্টনের দু'টি আলাদা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ দু'টি মুনাফা বণ্টনকাঠামো দেশের নিবেদিত প্রাণ ইসলামী ব্যাংকারদের দু'টি আলাদা দল কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন

সময়ে উদ্ভাবিত হয়েছে। ঘটনাক্রমে এ উভয় দলেরই নেতৃত্ব দেবার বিরল সুযোগ আমার হয়েছিল। এ দুই মুনাফা বণ্টন কাঠামোয় কোনো প্রকার ত্রুটি ধরা পড়লে আমি নির্দ্বিধায় এর দায় বহন করবো। মুদারাবা আমানতকারীদের মাঝে মুনাফা বণ্টন নীতির বিভিন্ন রকম প্রয়োগের ওপর ব্যাপক অধ্যয়নের পর আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, আইএসআর ভিত্তিক মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি ওয়েটেজ ভিত্তিক মুনাফা বণ্টন পদ্ধতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই আন্তরিক উপলব্ধি আমার পেশাগত উত্তরসূরিদের জানানোর দায়িত্ববোধ থেকেই আমি বর্তমান পুস্তিকাটি রচনা করি, যা ২০১২ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি) কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশের পর এখন আমি অনেকটা স্বস্তি বোধ করছি।

সকল অংশীজনের বোঝার সুবিধার্থে পূবালী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কর্মকর্তা জনাব আবূ নুসাইবা মুহাম্মাদ নূরুন্নবী বইটি মূল ইংরেজি হতে বাংলায় অনুবাদ করেন। জ্ঞানের ইসলামীকরণ যজ্ঞে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান বিআইআইটি পাবলিকেশন্স আবারো অনুবাদটি বই আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ায় তাদের ধন্যবাদ জানাই।

সহজ পাঠ্য হওয়ার কারণে অনুবাদ গ্রন্থটি সার্কুলেশনে এর মূল ইংলিশ ভার্সনকে ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করি।

আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া-তা'আলা আমাদের সকলকে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে পরিচালিত করুন! আমীন।

বায়তুল ফজল
বাড়ি # ১৭, সড়ক # ২, সেক্টর # ১০
উত্তরা মডেল টাউন
ঢাকা-১২৩০

মু. আযীযুল হক
অক্টোবর, ২০২০